রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক" ২০২১ সনের ১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৭, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—১৬
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—১৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৫৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৬ পৌষ ১৪২৭/২১ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয় : **প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত)।**

নং ২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-৩৮৯—নং ২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-১৬০—উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন গ্রহণের লক্ষ্যে ২২ বৈশাখ, ১৪২৬/৫ মে ২০১৯, তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অধিকতর সংশোধনপূর্বক নং ২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-৩৮৯, নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হলো :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এ নীতিমালা "প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত)" নামে অভিহিত হবে।

(২) এ সংশোধিত নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়,—

(ক) "গাড়ি" অর্থ নতুন অথবা গাড়ি ক্রয়ের তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত সেডান কার/সেলুন/স্টেশন ওয়াগান/এসইউভি (SUV-Sports Utility Vehicle)/ সিইউভি (CUV-Crossover Utility Vehicle)।

ব্যাখ্যা: এসইউভি (SUV) বা সিইউভি (CUV) প্রচলিত অর্থে জীপ (Jeep) বা অনুরূপ গাড়িকে বুঝাবে। গাড়ির সর্বনিম্ন সি.সি ১৫০০ (±১০) সর্বোচ্চ সি. সি. ২০০০ (±১০) হবে।

(খ) **"গাড়ি সেবা নগদায়ন"** অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক সরকার হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে "সুদমুক্ত ঋণ" এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি;

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(গ) **"প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা"** অর্থ-সশস্ত্র বাহিনীসমূহের মেজর/সমর্যাংক (Substantive Rank) ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল/সমর্যাংক এবং তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তা। তবে মেজর/সমর্যাংক (Substantive Rank) ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল/সমর্যাংক কর্মকর্তার কমিশন প্রাপ্তির পর চাকরিকাল ন্যূনতম ১৩ বৎসর (তবে স্বল্প মেয়াদী সরাসরি কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে কমিশন প্রাপ্তির পর চাকরিকাল ন্যূনতম ১০ বৎসর এবং (Substantive Rank) হতে হবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিসেস (এএফএনএস) এর কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এর অনানারী মেজর এবং সমতুল্যরা "প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা" বিবেচিত হবেন না।

(ঘ) **"গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়"** অর্থ এ নীতিমালার আওতায় সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ির মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন, বীমা, ফিটনেস নবায়ন, কর, অন্যান্য ফি ইত্যাদি বাবদ প্রদেয় মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়কে বুঝাবে;

(ঙ) **"সুদমুক্ত ঋণ"** অর্থ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্য প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ।

(চ) **"সরকারি দাবী আদায় আইন"** অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913)।

(ছ) বৈদেশিক চাকরি অর্থ কোনো বিদেশি রাষ্ট্র অথবা কোনো স্বীকৃত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, বহুজাতিক বা বেসরকারি সংস্থার অধীন চাকরি।

(জ) পরিবার অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা এবং তাঁর সাথে বসবাসকারী সদস্য।

৩। **নীতিমালার প্রাধান্য।**—আপততঃ বলবৎ অন্য কোনো নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন এ নীতিমালা প্রধান্য পাবে।

৪। **"সুদমুক্ত ঋণ" সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা।**—(১) এ নীতিমালার অধীন সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে।

(২) কোনো প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণের চেক গ্রহণের পর তিনি তা প্রত্যাহার করতে চাইলে সুদমুক্ত ঋণের চেক ইস্যুর তারিখ হতে সম্পূর্ণ অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে। তবে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চেকের অর্থ নগদায়ন করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর অনুমোদনক্রমে জরিমানা প্রদান ব্যতিরেকে চেক ফেরত প্রদান করতে পারবেন।

(৩) নীতি ৪ (১) ও (২) এর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা পাবেন, যথা ঃ

(ক) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রাপ্যতা যতদিন থাকবে ততদিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে সুদমুক্ত ঋণ এর আবেদন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গ্রহণের তারিখ হতে এল.পি.আর শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ অবশ্যই ০১ (এক) বছর থাকতে হবে ;

(খ) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারি অথবা তার নিজস্ব বাহিনী হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করলেও গাড়ি সেবা নগদায়নের আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণপূর্বক গাড়ি ক্রয়ের পর সরকারি অথবা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা আর বহাল থাকবে না।

(গ) বৈদেশিক চাকরি/লিয়েন/জাতিসংঘ মিশন/চুক্তিতে কর্মরত কোনো প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকুরী/লিয়েন/চুক্তি/জাতিসংঘ মিশন শেষে চাকরিতে যোগদানের পর সুদমুক্ত ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(ঘ) মঞ্জুরী আদেশ জারির তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সশস্ত্র বাহিনীর চাকরিতে নিয়োজিত থাকতে হবে।

৫। **"সুদমুক্ত ঋণ" গ্রহণের অযোগ্যতা।**—কোনো একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণের অযোগ্য হবেন যদি তাঁর :

(ক) সুদমুক্ত ঋণ এর আবেদনপত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গ্রহণের তারিখ হতে এল.পি.আর শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে এক (০১) বছর না থাকে; এবং

(খ) সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা যদি বৈদেশিক চাকরি/ লিয়েন/চুক্তিতে নিয়োজিত থাকলে।

(গ) বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম বা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পেনশন বা গ্র্যাচুয়িটি হতে প্রস্তাবিত সুদমুক্ত ঋণের অর্থ আদায় করা সম্ভব না হয়।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত মামলা/ কোর্ট মার্শাল চলমান থাকলে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বাহিনীর আইনে কোর্ট মার্শাল এর মাধ্যমে Forfeiture of seniority of rank or, forfeiture of all or any part of the service for the purpose of promotion শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ০২ (দুই) বৎসর অতিক্রম না করলে।

(চ) সংশ্লিষ্ট বাহিনীর আইনে কোর্ট মার্শাল এর মাধ্যমে উপরোক্ত নীতি ৫(ঙ) এ বর্ণিত শাস্তির চেয়ে নিম্নতর কোনো শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ০১ (এক) বৎসর অতিক্রম না করলে।

৬। **সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরের শর্ত।**—(১) সরকারের পক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে।

(২) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ পরিশিষ্ট-'ক' ফরমে সুদমুক্ত ঋণের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর দাখিল করবেন।

(৩) নীতি ৬ (১) ও এ নীতিমালার অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে।

(৪) প্রাপ্তিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচাদি যেমন : রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি সকল খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন সুদমুক্ত ঋণ-এর পরিমাণ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করতে পারবে।

(৫) নীতি ৬(২) এর অধীন আবেদনকারীর মধ্যে প্রাধিকার অর্জনের সময় হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুর করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে একই তারিখে একই পদে প্রাধিকার অর্জিত

কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অবসর গমন বা এলপিআর নিকটবর্তী কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(৬) কোনো কর্মকর্তা তার সমগ্র চাকুরীকালে ০১ (এক) বারের বেশি এ নীতিমালার অধীন কোনো সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন না।

(৭) কোনো কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরির আদেশ প্রাপ্তির পর ঋণ গ্রহণে অস্বীকৃত হলেও ঋণের চেক নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ফেরত দিলে সেক্ষেত্রে পূর্বের আদেশ বাতিল সাপেক্ষে পুনরায় সুদমুক্ত ঋণের আবেদন করতে পারবেন।

৭। **ক্রয়কৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ ও অতিরিক্ত অর্থ ফেরত**।—(১) চুক্তি সম্পাদনের অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি (বন্ধকী ফরমসহ) সম্পন্ন করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে ৯০ (নব্বই) দিনের পর হতে সুদমুক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থের উপর শতকরা ১৫(পনের) টাকা হরে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

(২) গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয় করার পর অব্যয়িত অর্থ থাকলে তা চুক্তি সম্পাদনের ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে এবং "গ" ফরম (বন্ধকী ফরম) স্বাক্ষরের পূর্বে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে চুক্তি সম্পাদনের ৯০(নব্বই) দিনের পর হতে অব্যয়িত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৩) গাড়ির ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ও বীমার নবায়ন প্রতিবছর নিজ অর্থায়নে করতে হবে।

(৪) যদি কোনো কর্মকর্তা মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয় করেন তাহলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট হতে দাবি করতে পারবেন না। তবে মঞ্জুরিকৃত অর্থের ২০% অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলপূর্বক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে গাড়ি ক্রয় করতে হবে।

৮। **চুক্তি সম্পাদন ও গাড়ি বন্ধক**।—(১) সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরিকালে প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-"খ" ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(২) সুদমুক্ত ঋণের মঞ্জুরিকৃত অর্থ প্রাপ্তি এবং গাড়ি ক্রয়ের পর প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-"গ" ফরমে সরকার বরাবর সংশ্লিষ্ট গাড়িটি অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হবে।

(৩) সুদমুক্ত ঋণ বাবদ মঞ্জুরিকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত গাড়ির সুদমুক্ত ঋণের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে সরকার উক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে পরিশিষ্ট-"ঘ" ফরমে বন্ধক অবমুক্ত বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে। তবে কোনো কর্মকর্তা চাকরিরত অবস্থায় সুদমুক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর গাড়িটি অবমুক্ত করলে অবমুক্তির তারিখ হতে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৯। **গাড়ি বীমা**।—প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্নি, চুরি, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি ইত্যাদির জন্য ফার্স্ট পার্টি ইন্স্যুরেন্স বা বীমা করতে হবে।

১০। **গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়**।—(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করলে তিনি গাড়ি ক্রয়ের পর সংশ্লিষ্ট বাহিনী/সংস্থা কর্তৃক পরিবহন ব্যবহার সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক "গ" ফরম স্বাক্ষরের তারিখ হতে গাড়ি মেরামত/ সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্য মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্য হবেন, তবে এ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য মাসিক অর্থের পরিমাণ অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারণপূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় উক্ত কর্মকর্তা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন। তিনি চুক্তি ("গ" ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে উক্ত মাসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আংশিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন। স্বাক্ষরিত "গ" ফরমের প্রমাণক ছাড়া কোনো ক্রমেই গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না। এর ব্যত্যয় হলে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ উত্তোলিত অর্থের শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ ফেরত প্রদান করতে হবে।

(২) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোনো শর্তের বরখেলাপ বা সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয় করলে এ বিধির অধীনে কোনো গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পাবেন না।

(৩) বিদেশে অধ্যয়নরত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের কোনো মিশন/সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ৫০% প্রাপ্য হবেন।

(৪) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা এল.পি.আর সময়ে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

(৫) সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল/সমর‍্যাংক ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ তাঁদের পদমর্যাদানুসারে গাড়ি সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

(৬) নীতি-১০ (৪) ও (৫) এ যা কিছুই থাকুক না, কোনো প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এল.পি.আর সময়ে অভোগকৃত অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল.পি.আর) স্থগিত/বাতিলের শর্তে চুক্তিভিত্তিক বা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের/সরকারের কোনো পদে নিয়োজিত হলে এ নীতিমালা অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং অন্য কোনো আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৭) সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়িচালক, জ্বালানি, গাড়ি ব্যবহারজনিত ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ বা কোনো প্রকার মেরামতের জন্য পৃথক কোনো রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, প্রকৃত ব্যয় বা খরচ দাবী করতে পারবেন না এবং উক্ত গাড়ির জন্য কার সেন্ট, এয়ার ফ্রেসনার, টিস্যু পেপার ও এ্যারোসল ইত্যাদি কোনো প্রকার সুবিধা পাবেন না।

১১। **সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয়** ।—(১) সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি অগ্রিম পরিশোধের পূর্বে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২) বিক্রয় মূল্য হতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বকেয়া ঋণ জমা প্রদান করার শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে এবং গাড়ি বিক্রয়ের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অপরিশোধিত অর্থ এককালীন জমা দিতে হবে।

(৩) যদি কোনো কর্মকর্তা নীতি ১১ এর (২) অনুসারে অপরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তা হলে অপরিশোধিত অর্থের উপর গাড়ি বিক্রয়ের তারিখ হতে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা আদায় করা হবে।

(৪) পুরাতন গাড়ি বিক্রয় করে নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সিনিয়র সচিব/সচিব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, যথা :

(ক) বকেয়া ঋণ অপেক্ষা নতুন গাড়ির মূল্য কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ সরকার বরাবর ফেরত দিতে হবে।

(খ) বকেয়া ঋণ পূর্বোক্ত হারেই আদায়/পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

(গ) নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্টি বীমা করতে হবে এবং সরকারের নিকট বন্ধক রাখতে হবে।

১২। **গাড়ি দুর্ঘটনা ও চুরি**।—গাড়ি ক্রয়ের পর দুর্ঘটনায় বিনষ্ট বা চুরি হলে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় অপরিশোধিত কিস্তির উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব বাহিনী/সংস্থা হতে গাড়ির সুবিধা পাবেন না।

১৩। **গাড়ির মালিকানা**।—গাড়ি ক্রয়ের জন্য গৃহীত সমুদয় ঋণের কিস্তি পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গাড়ির মালিক হবেন।

১৪। **গাড়ি ব্যবহার**।—(১) কর্ম অধিক্ষেত্র অর্থাৎ কোনো কর্মকর্তার দাপ্তরিক কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, তার ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারী কর্মকর্তা কোনো টি.এ/ডি.এ দাবি করতে পারবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কোনো সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য (বাসায় যাতায়াতের ক্ষেত্র ব্যতীত) গাড়িটি ব্যবহৃত হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে টি.এ/ডি.এ প্রাপ্য হবেন।

ব্যাখ্যা: কোনো কর্মকর্তার একাধিক দাপ্তরিক কার্যালয় থাকলে এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত যে দপ্তরে পদায়িত বা অধিক সময় অবস্থান করেন তা বিবেচনা করতে হবে।

(২) কোনো কর্মকর্তা চাকরিতে থাকা অবস্থায় দাপ্তরিক প্রয়োজন মিটানোর পরে গাড়িটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়ি ব্যবহার বিষয়ে দূরত্ব সংক্রান্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

(৩) গাড়িভাড়া, লীজ বা অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করলে তা সামরিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ বলে গণ্য হবে।

১৫। **বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োগ/লিয়েন গ্রহণ**।—(১) সুদমুক্ত ঋণ প্রাপ্ত কোনো প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে অথবা লিয়েনে গমন করলে বা জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত থাকলে উক্ত সময়ে এ নীতিমালার অধীন প্রদত্ত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না।

(২) নীতি ১৫ এর (১) অনুসারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান স্থগিত থাকলেও ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ কিস্তির অর্থ জমা প্রদান করতে হবে।

১৬। **প্রেষণ/প্রকল্পে কর্মরত অবস্থায় "রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়" প্রাপ্যতা**—প্রেষণ/প্রকল্পে কর্মরত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়িটি সচল রাখার প্রয়োজনে মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ নীতি ১০(১) অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ যে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন তা অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে যা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। তিনি গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হবেন তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অফিস হতে উত্তোলন করবেন। সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা না থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ছাড়পত্র প্রদানের পর ১০০% রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্ত হবেন।

১৭। **সরকারি অথবা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি রিকুইজিশন সীমিতকরণ**।—(১) সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণকারী কোনো কর্মকর্তা সাধারণভাবে তাঁর দপ্তর হতে রিকুইজিশনের ভিত্তিতে কোনো গাড়ি সরকারি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) জরুরি পরিস্থিতি (দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত) উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সরকার/বাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত পরিচালনা ব্যয়বহন সাপেক্ষে গাড়ি রিকুইজিশন করতে পারবেন ; এবং

(খ) উক্ত কর্মকর্তার এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়িটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অচল থাকলে উক্ত মর্মে প্রত্যয়নসহ রিকুইজিশনের ভিত্তিতে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রতিদিনের রিকুইজিশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কর্তনযোগ্য হবে।

(২) নীতি ১৭(১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল/সমর‍্যাংক ও তদূর্ধ্ব এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত টিওএন্ডইভুক্ত গাড়িটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

(৩) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ ১০০% অর্থ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ অফিসে যাতায়াত বা অন্য কোনো কাজের জন্য কোনোভাবেই কর্মস্থলের গাড়ি ব্যবহার করবেন না।

(৪) নীতি ১০(৩), ১৭(৩) এর অনুসরণে ব্যর্থতা সামরিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ আদায়যোগ্য হবে।

১৮। **সুদমুক্ত ঋণ আদায় পদ্ধতি**।—(১) (ক) সুদমুক্ত ঋণ সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। অগ্রিমের চেক ইস্যুর পরবর্তী মাসের বেতন হতে কিস্তি কর্তন শুরু করা হবে। এর ব্যত্যয় হলে চেক গ্রহণের তারিখ হতে খেলাপি কিস্তির উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ খেলাপি কিস্তি প্রদান করতে হবে। এছাড়া বন্ধকী ফরম ('গ' ফরম) স্বাক্ষরের পর পরিশোধিত কিস্তি (সংশ্লিষ্ট বাহিনীর/সংস্থার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কর্তন বিষয়ে প্রত্যয়ন মোতাবেক) এবং প্রাপ্য অবচয় সুবিধা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থের উপর কিস্তি পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

(খ) সুদমুক্ত ঋণের উপর ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জ নির্ধারিত হারে ১২০ (একশত বিশ) টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে।

(২) কোনো কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় যে কোনো সময়ে বা অবসরে যাওয়ার পূর্বে অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে সমুদয় অর্থ পরিশোধের তারিখে প্রাপ্য অবচয় সুবিধা বাদ দিয়ে বাকি অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে তা জমা প্রদান করতে পারবেন। তবে, গাড়ি অবমুক্ত হওয়ার পর এই নীতিমালার আওতায় কোনো সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৩) কর্মরত ও এল.পি.আর সময়ের মধ্যে সমুদয় কিস্তির টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে অগ্রিম বাবদ গৃহীত অপরিশোধিত অর্থ নিম্নরূপভাবে আদায় করা হবে, যথা:

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গ্র্যাচুয়িটি হতে এককালীন আদায় করা হবে;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ উক্ত কর্মকর্তার পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী পেনশন হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে; অথবা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় হতে অপরিশোধিত টাকা পরিশোধ করবেন;

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবি আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৪) কোনো কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করলে বা সরকার কর্তৃক কোনো কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, চাকরি হতে বরখাস্ত বা চাকরিচ্যুত করা হলে বকেয়া পাওনা পেনশন/গ্র্যাচুয়িটির সাথে সমন্বয় করা হবে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক উল্লিখিত ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা না হলে বকেয়া পাওনা নগদে পরিশোধ করতে হবে অথবা বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। এর পরও বকেয়া ঋণ অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবি আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৫) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোনো শর্তের বরখেলাপ হলে সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সুদমুক্ত ঋণ সমন্বয় করবে এবং এর পরও সুদমুক্ত ঋণ অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৬) সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং দুর্ঘটনা অথবা মানসিক কারণে অক্ষম/প্রতিবন্ধী হয়ে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকারী দূর্দশাগ্রস্ত কর্মকর্তা হলে, সে ক্ষেত্রে—

(ক) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে সুদমুক্ত ঋণের টাকা আদায় করা হবে;

(খ) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পর সুদমুক্ত ঋণ অপরিশোধিত থাকলে উক্ত কর্মকর্তার পারিবারিক পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) উপরিউক্ত (ক) ও (খ) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, মৃত কর্মকর্তার উত্তরাধিকারী অথবা অক্ষম হয়ে অবসর গ্রহণকারী দূর্দশাগ্রস্ত কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি যৌক্তিক অর্থনৈতিক কারণে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ (আসল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা ও সার্ভিস চার্জ) মওকুফের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং তাঁর আবেদনপত্রটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক গঠিত "অগ্রিমের আসল ও সুদ মওকুফ" সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হবে এবং উক্ত কমিটি মওকুফের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৯। **গাড়ির অবচয় হিসাব**।—(১) গাড়ির প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরকারি দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি গাড়ির পরিবর্তে গাড়ি ক্রয়ের জন্য নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকারি দায়িত্ব পালনে গাড়ি ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর গাড়ির আয়ুষ্কাল হ্রাস পায় বিধায় গাড়ির অবচয় হিসাব সর্বোচ্চ ৮(আট) বছর। এ কারণে বছরে ১০% হারে অবচয় (Depreciation cost) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে নীতিমালার "ঘ" ফরম অনুযায়ী গাড়ির বন্ধক কাল শেষ হবে। ক্রয়কৃত সকল গাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম বছর থেকেই [(বন্ধকী ফরম) ("গ" ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে] অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন। তবে এ নীতিমালা জারির পূর্বে গৃহীত সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত Brand New গাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম বছর হতে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(২) অবচয় সুবিধা সর্বোচ্চ ০৮ বছর প্রদানের ক্ষেত্রে এল.পি.আর সময় পর্যন্ত হিসাব করা যাবে। কোনো কর্মকর্তা অভোগকৃত অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল.পি.আর) স্থগিত/বাতিলের শর্তে চুক্তিভিত্তিক বা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের/সরকারের কোনো পদে নিয়োজিত হলে এল.পি.আর সময়ে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

২০। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—সংশোধিত এ নীতিমালার কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকলে বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

পরিশিষ্ট-"ক"

বরাবর
সিনিয়র সচিব/সচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

মাধ্যম : যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয় : **প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে মোটরগাড়ি ক্রয়ের সুদমুক্ত ঋণের আবেদন।**

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আমি সরকারি বা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ির সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) অনুযায়ী আমি মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য.....(কথায়) ..... টাকা সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করলাম:—

১।	নাম ও পরিচিতি নম্বর	:
২।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	:
৩।	পদবি	:
৪।	কর্মস্থল	:
৫।	জন্ম তারিখ	:
৬।	চাকরিতে যোগদানের তারিখ	:
৭।	প্রাধিকার অর্জনের তারিখ	:
৮।	পি. আর. এল শুরুর তারিখ	:
৯।	মূলবেতন	:

১০। ইতোপূর্বে গৃহীত অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্য (গৃহনির্মাণ/ মোটরসাইকেল/কম্পিউটার) :

অগ্রিমের নাম	মঞ্জুরের তারিখ	অগ্রিমের পরিমাণ	কিস্তির পরিমাণ	অপরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

১১। সুদমুক্ত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত :

প্রার্থিত সুদমুক্ত ঋণের পরিমাণ	কত কিস্তিতে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক	চাকরিরত অবস্থায় পরিশোধ সম্ভব না হলে অগ্রিম সমন্বয় পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪

১২। গাড়ি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য :

(ক) সরকারি বা নিজস্ব বাহিনীর/ .....সংস্থার গাড়ি ব্যবহার করি/না :

(খ) গাড়ি নম্বর.....(গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে) :

(গ) গাড়ি ব্যবহারের সময় :

১৩। আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, প্রার্থিত সুদমুক্ত ঋণ মোটরগাড়ি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করব না। গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয় করার পর অব্যয়িত অর্থ থাকলে তা চুক্তি সম্পাদনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এবং "গ" ফরম (বন্ধকী ফরম) স্বাক্ষরের পূর্বে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করব। এর ব্যত্যয় হলে চুক্তি সম্পাদনের ৯০(নব্বই) দিনের পর হতে অব্যয়িত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে বাধ্য থাকব।

আপনার অনুগত

স্থান :

স্বাক্ষর :

নাম :

তারিখ :

পদবি :

ঠিকানা :

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল :

১৪। ঊর্ধ্বতন অফিসারের সুপারিশ :

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

ঠিকানা :

পরিশিষ্ট-"খ"

চুক্তিনামা

মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফরম..... সালের .....মাসের..... তারিখে একপক্ষে..... (পরবর্তীকালে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত যা তাঁর আইনগত প্রতিনিধি এবং স্বত্বনিয়োগীকে বুঝাবে) এবং অপরপক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু অগ্রিম গ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) অনুসারে (পরবর্তীতে সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন আদেশ হিসেবে অভিহিত) মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য.....টাকা ঋণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন এবং সরকার পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলিতে এ অগ্রিম প্রদানে সম্মত হয়েছে।

সুতরাং এতদ্বারা উভয়পক্ষ এ মর্মে সম্মত হচ্ছেন যে, সরকার কর্তৃক সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতাকে.....টাকা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে (ঋণ গ্রহীতা এতদ্বারা যার প্রাপ্তি স্বীকার করলেন), ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে সম্মত হলেন যে,

(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়নে নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) মতে মাসিক বেতন বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে এ ঋণের অর্থ ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জসহ ১২০টি সমান কিস্তিতে তিনি পরিশোধ করবেন এবং এ কর্তন করার জন্য তিনি এতদ্বারা সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করলেন ;

(২) এ চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে অনধিক ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে তিনি এ ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি খরচ সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করবেন এবং প্রকৃত মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন খরচ ইত্যাদি যদি ঋণ অপেক্ষা কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারকে ফেরত দিবেন ; এবং

(৩) প্রদত্ত ঋণ ও তজ্জনিত জরিমানার টাকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জামানত হিসেবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) এ বর্ণিত "বন্ধকী" ফরমে মোটর গাড়িটি সরকারের নিকট দায়বদ্ধ করবেন।

এবং সর্বশেষ তাও সম্মত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যদি মোটরগাড়ি উপর্যুক্ত মতে এ দলিল স্বাক্ষরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ক্রয় ও দায়বদ্ধ করা না হয়, অথবা ঋণ গ্রহীতা দেউলিয়া হন বা সরকারের চাকুরী ত্যাগ করেন, বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ অথবা যে কোনো কারণে চাকরির অবসান বা মৃত্যুবরণ করে তাহলে ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ এবং তার সঞ্চিত জরিমানা ও সার্ভিস চার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবিলম্বে পাওনা পরিশোধ করবেন।

উপরে বর্ণিত সমুদয় বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ ঋণ গ্রহীতা উল্লিখিত বছর ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর করলেন।

নিম্নেবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলেন :

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ
সীল
মোবাইল-
ই-মেইল-

১ম সাক্ষী :
স্বাক্ষর:.....
নাম : .....
ঠিকানা :.....
পেশা :.....
মোবাইল নম্বর : .....
ই-মেইল : .....

২য় সাক্ষী :
স্বাক্ষর:.....
নাম : .....
ঠিকানা :.....
পেশা :.....
মোবাইল নম্বর : .....
ই-মেইল : .....

সরকারি প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও তারিখ, সীল

পরিশিষ্ট-"গ"

মোটর গাড়ি ঋণের জন্য "বন্ধকী" ফরম

এ চুক্তিপত্র.....সালের.....মাসের.....তারিখে একপক্ষে..... (পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত) এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, সুদমুক্ত ঋণ গ্রহিতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা (পরবর্তীতে সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা হিসেবে অভিহিত) অনুসারে মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য ..... টাকা ঋণ মঞ্জুরের আবেদন করছেন এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবং যেহেতু বর্ণিত ঋণ মঞ্জুরির অন্যতম শর্ত এই যে, প্রদত্ত ঋণের জামানত হিসেবে ঋণ গ্রহীতা সরকারের নিকট এ মোটরগাড়ি দায়বদ্ধ করবেন।

এবং যেহেতু ঋণ গ্রহীতা প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ বা তার অংশ বিশেষ দ্বারা মোটরগাড়ি ক্রয় করেছেন যার বিশদ বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ তফসিলে উদ্বৃত হলো :

সুতরাং এ চুক্তিপত্রের ভাষ্য এই যে, বর্ণিত চুক্তি অনুসারে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, তিনি সরকারকে..... টাকা এবং উক্ত অর্থের উপর ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জ প্রদান করবেন অথবা এ চুক্তির তারিখে যে পরিমাণ পাওনা অবশিষ্ট আছে, তা কিস্তির সিডিউল মোতাবেক সমান কিস্তিতে মাসের প্রথম দিনে প্রদান করবেন এবং বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে এ সময়ে পাওনা অর্থের উপর সঞ্চিত জরিমানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করবেন এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও সম্মতি দিচ্ছেন যে, বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে প্রদেয় এ অর্থ তাঁর মাসিক বেতনের বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং চুক্তির আরো শর্ত অনুসারে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা এতদ্বারা এ মোটরগাড়ি বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে বর্ণিত ঋণ এবং তার উপর সঞ্চিত জরিমানা জামানত হিসেবে সরকার বরাবর এর স্বত্ব ন্যস্ত এবং হস্তান্তর করলেন। গাড়ির ফিটনেস, বিমা, ট্যাক্স টোকেন ও রেজিস্ট্রেশনের মূল কপির ফটোকপি উভয় পক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সরকার বরাবর জমা রাখলেন, তবে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির লক্ষ্যে না দাবী গ্রহণ ও বন্ধকী অবমুক্তির সময়ে বন্ধককৃত গাড়ির হালনাগাদ ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, বীমা এবং

রেজিস্ট্রেশন/ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মূল কপি শাখা কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন সাপেক্ষে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির না দাবিসহ গাড়িটি "ঘ" ফরমের মাধ্যমে "বন্ধকী" অবমুক্তি পত্র গ্রহণ করবেন।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি বর্ণিত মোটরগাড়ির ক্রয়মূল্য পূর্ণভাবে পরিশোধ করেছেন ও তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তিনি তা কোথাও বন্ধক দেন নি এবং বর্ণিত ঋণ বাবদ সরকারকে যে পর্যন্ত কোনো অর্থ প্রদেয় থাকে সে পর্যন্ত তিনি সরকারের অনুমতি ব্যতীত এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা তার দখল ত্যাগ করবেন না এবং মোটরগাড়ির মালিকানা হস্তান্তর করবেন না। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় এবং ইহা স্বীকৃত ও ঘোষিত হচ্ছে যে, যদি কোনো মূল কিস্তি, সার্ভিস চার্জের কিস্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অথবা মূল কিস্তির উপর জরিমানা বাবদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পাওনা হওয়ার দশ দিনের মধ্যে প্রদত্ত না হয় বা আদায় না হয় অথবা ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করেন বা কোনো সময়ে চাকুরীতে না থাকেন অথবা যদি ঋণ গ্রহীতা এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক দেন অথবা দেউলিয়া হন অথবা তাঁর পাওনাদারের সঙ্গে কোনো ব্যবস্থায় উপনীত হন অথবা কোনো ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি বা রায় কার্যকর করেন, তবে তখন পর্যন্ত সমুদয় পাওনা অনাদায়কৃত অংশ এবং পূর্বে বর্ণিত মতে ধার্যকৃত জরিমানা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানযোগ্য হবে।

এবং এ মর্মে স্বীকৃত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, পূর্বে বর্ণিত কোনো একটি ঘটনা ঘটলে সরকার বর্ণিত মোটরগাড়ি বাজেয়াপ্ত করে তার মালিকানা গ্রহণ করবেন এবং তা স্থানান্তর না করে তার মালিকানায় থাকবেন অথবা তা স্থানান্তর করে খোলা নিলামে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে চুক্তি করে বিক্রয় করবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ও ঐ সময় পর্যন্ত সঞ্চিত জরিমানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হতে সে সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত অগ্রিম পরিশোধের জন্য এবং এ চুক্তির অধীন তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য বা আদায়ের জন্য এবং উদ্ধার করার জন্য সমুদয় ব্যয় এবং সকল প্রকার দায় মিটানোর জন্য ব্যবহার করবেন এবং এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ থাকলে ঋণ গ্রহীতা, তাঁর উইল নির্বাহক, প্রশাসক বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, বর্ণিত মোটর গাড়ির স্বত্ব গ্রহণ এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা, সরকার কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ নীট অর্থ যদি পাওনা হতে কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা অথবা তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যতদিন সরকার তাঁর নিকট কোনো অর্থ পাওনা থাকবে ততদিন ঋণ গ্রহীতা কোনরূপ অগ্নি, চুরি বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতি বা হানির জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বীমা কোম্পানীতে বীমা করবেন।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরো স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যুক্তিসঙ্গত ক্ষয় ও অপচয়ের কারণে যতটুকু অবনতি হওয়া গ্রহণযোগ্য, তা অপেক্ষা মোটরগাড়ির কোনো অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট ঘটাবেন না।

এবং যদি কোনো ক্ষতি বা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তবে ঋণ গ্রহীতা অবিলম্বে তা মেরামত করাবেন ও ক্ষতিপূরণ করবেন।

উপরে বর্ণিত ভাষ্যের সাক্ষ্য স্বরূপ ঋণ গ্রহীতা উল্লিখিত বছরে ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

মোটর গাড়ির বিবরণ :

প্রস্তুতকারীর নাম:

বর্ণনা:

সিলিন্ডারের সংখ্যা:

ইঞ্জিন নম্বর :

চেসিস নম্বর :

ক্রয়মূল্য :

.....এর উপস্থিতিতে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা .....স্বাক্ষর করলেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ
সীল

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ
সীল

পরিশিষ্ট-"ঘ"

বন্ধক অবমুক্তির প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাম :..... পদবি:.....কর্মস্থল:..... প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) এর আওতায় গাড়ি ক্রয়ের জন্য গত.....তারিখে..... টাকা সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি গৃহীত ঋণের অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত.....নং গাড়িটি সরকার বরাবর.....তারিখে বন্ধক রাখেন। তিনি/তাঁর পক্ষে (মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পেনশন গ্রহণকারী) জনাব/বেগম.....তারিখে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করেছেন বিধায় অদ্য.....তারিখে তাঁর বন্ধককৃত.....নম্বর গাড়িটি অবমুক্ত করা হলো।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ কার্তিক ১৪২৭/২৭ অক্টোবর ২০২০

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৭.১৭-৪৯৪—ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ এর ৭(১)(ক) ধারা অনুসারে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যান ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ এর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ [০৯.১১.২০২০] শেষে ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান, প্রফেসর এবং সাবেক চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্যান্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- কে উক্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০২ কার্তিক ১৪২৭/১৮ অক্টোবর ২০২০

নং **০২-সলিসিটর/২০০৯-৭৭**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব মুরাদ রেজা এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন ফকির কর্তৃক দাখিলকৃত পদত্যাগপত্র ০২ (দুই) টি গ্রহণ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৬ কার্তিক ১৪২৭/২২ অক্টোবর ২০২০

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৯.১৭-২৭৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), সুনামগঞ্জ গণপূর্ত উপ বিভাগ-১ এ কর্মরত অবস্থায় সুনামগঞ্জ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও হাসপাতাল সংলগ্ন বিভিন্ন কোয়ার্টার্স এর অভ্যন্তরীণ রাস্তায় মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য ৫,৭৭,৬৬,০০০ (পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা) ব্যয়ের অনিয়ম, সংস্কার কাজের দরপত্রসমূহ কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে বহুল প্রচারের শর্ত ভংগ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ লঙ্ঘন করেছেন মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৯-১০-২০১৭ তারিখের ২৫.০০.০০০০. ০১৮.২৭.০০৯.১৭-২৯৭ নম্বর স্মারকে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০১/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবের আলোকে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ ইমরুল চৌধুরী, সাবেক যুগ্মসচিব, পরবর্তীতে পদোন্নতি প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে ২৮-০৬-২০২০ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। এছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে আনীত অভিযোগটি অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় কমিশন কর্তৃক "পরিসমাপ্ত" করা হয়েছে মর্মেও উল্লেখ করেন।

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), সুনামগঞ্জ গণপূর্ত উপ বিভাগ-১ এর নথি, দাখিলীয় কাগজপত্র, তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত এবং দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অভিযোগ অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় "পরিসমাপ্তকরণ" এর সাথে একমত পোষণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০১/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭/২৩ জুন ২০২০

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৯.১৮-১২৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ শামস আরাফাত, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পিডব্লিউডি ট্রেনিং একাডেমি এন্ড টেস্টিং ল্যাবরেটরি, এলেনবাড়ী, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত ২৪-০৮-২০১৪

তারিখ হতে ২৩-০৮-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি চেয়ে আবেদন করেন। চাকরি স্থায়ী না হওয়ায় তার প্রার্থীত ছুটি মঞ্জুর করা হয়নি তদুপরি তিনি ৩১-০৮-২২০১৪ তারিখ হতে ক্রমাগত ৬০(ষাট) দিনের অধিক সময় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৬-২০১৮ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৯.১৮-২০৪ নম্বর স্মারকে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ০৮/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারন দর্শানোর কোন জবাব দাখিল করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে অভিযুক্তের ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী " গেট সর্বদা বন্ধ থাকায়, ফ্ল্যাট নং না থাকায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০-০৬-১৯ খ্রি: তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। অতঃপর গুরুদন্ড প্রদানের ধারাবাহিকতায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি ৮ মোতাবেক অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

০৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১)(ঘ) অনুযায়ী জনাব মোঃ শামস আরাফাত কে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ শামস আরাফাত কে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ শামস আরাফাত, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পিডব্লিউডি ট্রেনিং একাডেমি এন্ড টেস্টিং ল্যাবরেটরি, এলেনবাড়ী, ঢাকা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" অর্থাৎ "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ কার্তিক ১৪২৭/২০ অক্টোবর ২০২০

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৫.২০.২৮৯**—যেহেতু, বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব কল্পনা রানী রায় (গ্রেডেশন নং-১৬২৩), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লীভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, সংযুক্তি-সরকারি হাঁস-মুরগি খামার, কুষ্টিয়া বিগত ১২-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন না করে কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ অবহিতকরণ ছাড়াই বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন। তিনি গত ১২-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬-০৪-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আর.ডি.এ.), বগুড়ায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ (গত ২৫-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) ব্যতীত অন্য কোনও কর্মসম্পাদন করেননি; প্রশিক্ষণ শেষে ২৯-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অবমুক্ত হয়েও যথাসময়ে তার কর্মস্থলে যোগদান করেননি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ব্যতীত গত ২৫-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিজ কর্মস্থলে ও সরকারি কর্তব্য হতে অনুপস্থিত ছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় তিনি গত ২৬-০৪-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলের বাইরে অবস্থান করেছেন এবং সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করেই সরকারি বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেছেন; বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে গত ২০-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৫.২০-২২৩ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা নং ০৬/২০২০ রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১১-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন ও তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব কল্পনা রানী রায় (গ্রেডেশন নং-১৬২৩), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

সেহেতু, জনাব কল্পনা রানী রায় (গ্রেডেশন নং-১৬২৩), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লীভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, সংযুক্তি-সরকারি হাঁস-মুরগি খামার, কুষ্টিয়া এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালায় ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০২ (দুই) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপ করা হলো। তিনি এ স্থগিত বেতন বৃদ্ধির টাকা পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে উত্তোলন করতে পারবেন না বা দাবী করতে পারবেন না; তার গত ১২-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬-০৪-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত (গত ২৫-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) (আর.ডি.এ.), বগুড়ায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সময় ব্যতীত দাপ্তরিক দায়িত্ব ও কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হলো। তার উক্ত সময়ে উত্তোলিত সরকারি বেতন ভাতাদি তিনি আগামী ১৯-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪২৭/১৩ অক্টোবর ২০২০

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৭.২০-১৫৭—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন, পরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

(৩) ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক, মানব সম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

(৪) ড. সামিনা আহমেদ, চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার ও পরিচালক (অতি:দায়িত্ব), বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৫) উপসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখ: ৪ কার্তিক ১৪২৭/২০ অক্টোবর ২০২০

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.২২.০০২.১৮-১৬০—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ নীতিমালা, ২০১৩' হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রফেসর ড. মোঃ ছোলায়মান আলী ফকির, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

(৩) অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কাশেম মিয়া, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৪) অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৫) অধ্যাপক ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৬) জনাব খান মোঃ রেজা-উন-নবী, উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খান মোঃ রেজা-উন-নবী
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২৯ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.২২১.১০(অংশ-১).২০৪—State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)- এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	কোন্ডা	১৭১	৫২৮৩	সাভার	ঢাকা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৬৮০২/২০১৩ এবং ৪৫৬৯/২০২০ নম্বর রিট পিটিশন দায়ের থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ৬৪৯ এবং ৬৫৫ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত

তারিখ : ৩ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১০.১৭.২১১—State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)- এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

এতদবিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের গত ৮ জুলাই ২০২০ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯-১৩৪ নম্বরে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মন্তব্য কলাম নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো:

পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির ক্রমিক নম্বর	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত উপজেলার নাম	জেলার নাম	যেভাবে মুদ্রণ হবে
৪৫	সমশের নগর টি গার্ডেন	৪২	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১৯৬২/২০১৬ নম্বর রিট মামলা চলমান থাকায় ১১২ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

হজ অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ধবিম/হ:শা:৩/৬-৪৪/২০০৩-৩৭২—যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পরিচালনাকারী হিসেবে মক্কা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-০৯৫), ১২৬ মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০ এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

২। যেহেতু, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, ফরেন এক্সচেঞ্জ, মতিঝিল, ঢাকা কর্তৃক বিনিয়োগ সুবিধা সমন্বয় না করা সংক্রান্ত এবং স্বদেশ ওভারসীজ (হ:লা:নং-১৫৩১) কর্তৃক প্রতারণা ও জালিয়াতি সংক্রান্ত প্রায় একই ধরনের অভিযোগ দাখিল করেছে; এবং

৪। যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি তদন্ত কমিটি-১ তদন্ত করেছেন এবং জনাব তোহা এর মত গ্রুপ লিডারকে আশ্রয়/প্রশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনাকে ব্যাহত করার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে; এবং

৫। যেহেতু, আপনার এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান রয়েছে;

৬। সেহেতু, তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জনাব তোহার মত গ্রুপ লিডাররা যেন ভবিষ্যতে আপনার/আপনার এজেন্সির আশ্রয়/প্রশ্রয় পেয়ে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার অন্তরায় হতে না পারে সেজন্য জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (জ) অনুযায়ী মক্কা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-০৯৫), কে সতর্ক করা হলো।

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৩ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ধবিম/হ:শা:/৪-২৩৮/২০১৩-৩৬২—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ ও পরিচালনাকারী হিসেবে এল.আর ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-৮৯৭), ২নং মাওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ সড়ক (উর্দু রোড) ৩য় তলা, চক বাজার, ঢাকা-১২১১ এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

২। যেহেতু, আপনি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনি হজ পোর্টালে ০৫ জন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলপূর্বক টাকা ফেরতের আবেদন করেছেন এবং আবেদন যাচাইয়ের জন্য হজযাত্রীদের সংগে যোগাযোগ করা হলে ০১ জন হজযাত্রী জনাব আব্দুল খালেক জানান তিনি হজ নিবন্ধন বাতিল করার জন্য আবেদন করেননি; এবং

৪। যেহেতু, আপনার এজেন্সি কর্তৃক হজযাত্রীদের না জানিয়ে রিফান্ডের আবেদন করা হয়েছে এবং যেহেতু আপনি অন-লাইন আবেদন দাখিলের সময় বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করেছেন; এবং

৫। যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের ২৬-৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০১.২০.৬৪ নং স্মারক মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না তার জবাব ০২(দুই) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, আপনি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন; এবং

৭। যেহেতু, আপনার জবাব যথার্থ সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

৮। যেহেতু, আপনার এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (জ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত এল.আর ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-৮৯৭)-কে ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশক্রমে সতর্ক করা হলো।

নং ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০৭১.১৫-৩৬৩—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পরিচালনাকারী হিসেবে হাসিনা এয়ার ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-১৪৬৭), ৪র্থ তলা, হাউজ-২২২/এ. ড. জরিনা হাউজ, রোড#১৯, ঝিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

২। যেহেতু, আপনি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনি হজ পোর্টালে অন-লাইনে ১৯ জন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলপূর্বক টাকা ফেরতের আবেদন করেছেন এবং আবেদন যাচাইয়ের জন্য হজযাত্রীদের সংগে যোগাযোগ করা হলে তাদের মধ্যে জনাব মোঃ তোতা মিয়া, নূরজাহান বেগম, মোসা তারা বানু এবং জনাব আবু বকর সিদ্দিক জানান তারা নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করেননি। একইভাবে জনাব আব্দুল মালেক আকন্দ, জনাব মোঃ মর্তুজা রাজা, মোসাঃ আবিয়া বেগম এর বিপরীতে উল্লিখিত মোবাইল নম্বর সঠিক পাওয়া যায়নি; এবং

৪। যেহেতু, আপনার এজেন্সি কর্তৃক নিবন্ধন বাতিলপূর্বক রিফান্ডের আবেদন করা হয়েছে এবং যেহেতু আপনি অন-লাইন আবেদন দাখিলের সময় বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করেছেন; এবং

৫। যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের ২১-৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০১.২০.৬২নং স্মারক মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না তার জবাব ২৪ ঘন্টার মধ্যে জানানোর জন্য নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, আপনি কারণ দর্শনোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন; এবং

৭। যেহেতু, আপনার জবাব যথার্থ সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

৮। যেহেতু, আপনার এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (জ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত হাসিনা এয়ার ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-১৪৬৭) কে ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশক্রমে সতর্ক করা হলো।

নং ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০০৩.২০-৩৬৪—যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পরিচালনাকারী হিসেবে খেদমত ট্রাভেলস লি: (হজ লাইসেন্স নং-৮১), ৬৮-৬৯ বীর উত্তম কেএম শফি উল্লাহ সড়ক, ৫ এল কনসেপ্ট টাওয়ার ৪র্থ তলা, গ্রীন রোড, ঢাকা এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

২। যেহেতু, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনি হজ পোর্টালে ০১(এক) জন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলপূর্বক টাকা ফেরতের আবেদন করেছেন এবং আবেদন যাচাইয়ের জন্য হজযাত্রীদের সংগে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান নিবন্ধন বাতিল করায় সম্মতি থাকলেও সম্মতিপত্রে হজযাত্রীর স্বাক্ষর নাই; এবং

৪। যেহেতু, আপনি অন-লাইন আবেদন দাখিলে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করেছেন; এবং

৫। যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের ১৬-৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০০৩.২০.৬২নং স্মারক মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না তার জবাব আগামী ০২(দুই) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, আপনি কারণ দর্শনোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা যথার্থ সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

৭। যেহেতু, আপনার এ ধরণের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৯। সেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (জ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত খেদমত ট্রাভেলস লি: (হজ লাইসেন্স নং-৮১)-কে ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশক্রমে সতর্ক করা হলো।

নং ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০২১.২০-৩৬৫—যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পরিচালনাকারী হিসেবে গ্রীণ এভিয়েশন (হজ লাইসেন্স নং-৭৯৩), ৭এ, ট্রপিকানা টাওয়ার ৪র্থ তলা, ৪৫ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

২। যেহেতু, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনি হজ পোর্টালে ০২(দুই) জন নিবন্ধিত ব্যক্তি জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, জনাব মোছাঃ জাহানারা বেগম নিবন্ধন বাতিলপূর্বক টাকা ফেরতের আবেদন করেছেন এবং আবেদন যাচাইয়ের জন্য হজযাত্রীর সংগে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান অর্থ রিফান্ড সংক্রান্ত আবেদন করেন নাই; এবং

৪। যেহেতু, আপনি হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিলের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত না হয়ে কিংবা হজযাত্রীদের লিখিত আবেদন/সম্মতি গ্রহণ না করে নিবন্ধন বাতিল আবেদন করেছেন এবং অন-লাইন আবেদনে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করেছেন; এবং

৫। যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের ০৯-৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০২১.২০.১২৪ নং স্মারক মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না তার জবাব ০২(দুই) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, আপনি কারণ দর্শনোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা যথার্থ সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

৭। যেহেতু, আপনার এ ধরণের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান রয়েছে;

৯। সেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (জ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত গ্রীন এভিয়েশন (হজ লাইসেন্স নং-৭৯৩) কে ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশক্রমে সতর্ক করা হলো।

নং ধবিম/হ:শা:/৪-১৬৯/২০১৩-৩৬৮—যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দিশারী এয়ার সার্ভিস (হজ লাইসেন্স নং-৭৩০), হাসান ভবন (২য় তলা), ২৭/১১/৩-সি তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

২। যেহেতু, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনি হজ পোর্টালে ০৬ জন নিবন্ধিত ব্যক্তির বাতিলপূর্বক টাকা ফেরতের আবেদন করেছেন এবং আবেদন যাচাইয়ের জন্য হজযাত্রীর সংগে যোগাযোগ করা হলে তাদের মধ্যে জনাব মোঃ আবদুস সোবহান ও জনাব মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস জানান তারা নিবন্ধন বাতিল আবেদন করেননি; এবং

৪। যেহেতু, আপনার এজেন্সি কর্তৃক নিবন্ধন বাতিলপূর্বক রিফান্ডের আবেদন করা হয়েছে এবং যেহেতু আপনি অন-লাইন আবেদন দাখিলের সময় বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করেছেন যা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

৫। যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের ২১-৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০১.২০.৬৩ নং স্মারক মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না তার জবাব ২৪ ঘন্টার মধ্যে জানানোর জন্য নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, আপনি কারণ দর্শনোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা যথার্থ সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

৭। যেহেতু, আপনার এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান রয়েছে;

৮। সেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (জ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত দিশারী এয়ার সার্ভিস (হজ লাইসেন্স নং-৭৩০) কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

নং ধবিম/হ:শা:/৪-৫৩১/২০১৩-৩৬৭—যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পরিচালনাকারী হিসেবে সিদরাত ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-১৪০৪), ৫৭, নুর ভিলা, মাদরাসা রোড, দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

২। যেহেতু, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষযক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনি হজ পোর্টালে ০২ (দুই) জন নিবন্ধিত ব্যক্তি জনাব মোঃ আবদুর সাত্তার শেখ ও জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ নিবন্ধন বাতিলপূর্বক টাকা ফেরতের আবেদন করেছেন এবং আবেদন যাচাইয়ের জন্য হজযাত্রীর সংগে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান নিবন্ধন বাতিল আবেদন করেননি; এবং

৪। যেহেতু, আপনি হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে হজযাত্রীর স্বাক্ষর Scan করে আবেদন ফরমে বসিয়েছেন এবং অন-লাইন আবেদনে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করেছেন যা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

৫। যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের ১৫-৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০০৭.২০.৬৪ নং স্মারক মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না তার জবাব ২(দুই) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, আপনি কারণ দর্শনোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা যথার্থ সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

৭। যেহেতু, আপনার এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান রয়েছে;

৮। সেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (জ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত সিদরাত ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-১৪০৪)-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ধবিম/হ:শা:/৪-৯৪/২০১৩-৩৭০—যেহেতু আপনি জনাব তাজুল ইসলাম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে জাবালে নূর ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-৮৪৭), ৫০ নয়াপল্টন, ইস্টার্ণভিউ (২য় তলা), রুম #১/৯, ডি.আই.ডি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০ এর মালিক/ মোনাজ্জেম হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ মোতাবেক অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, ২০১৯ সালে হজ মৌসুমে আপনার এজেন্সিসহ ০৭টি এজেন্সিকে অভিযুক্ত করে হজ অফিস, ঢাকা কর্তৃক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছেন;

> "ভিসা ও টিকিট সম্পন্ন না করেই হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের নিয়ে আসা, হজ ক্যাম্পে ৮/১০ দিন অবস্থান করার পর তাদের ভিসা, টিকিট ও পাসপোর্ট প্রদান করা অথবা প্রদান না করে লাপাত্তা হয়ে যাওয়া। ফলে হজযাত্রীদের মধ্যে ভয়, অসন্তোষ এবং হজে গমনে অনিশ্চিত দেখা দেয়। হজযাত্রীদের টিকেট প্রদান না করে এজেন্সি মালিক/প্রতিনিধি সৌদি আরব চলে যাওয়ায় হজ অফিস, ঢাকা হতে নগদ টাকা দিয়ে বিমান টিকেট সংগ্রহ করে হজযাত্রী প্রেরণ করা ।" এবং

৪। যেহেতু, এ মন্ত্রণালয়ের ১০-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ধবিম/হ:শা:/৪-৯৪/২০১৩-৯০ নং স্মারকমূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার জবাব ০৩(তিন) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

৫। যেহেতু, আপনি কারণ দর্শনোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন; এবং

৬। যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি তদন্তের জন্য পরিচালক, হজ অফিস- কে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি;

৭। সেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ আপনার জন্য প্রযোজ্য হয়নি।

৮। এমতাবস্থায়, আপনার পরিচালিত জাবালে নূর ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-৮৪৭) কে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৮ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৪.২০-২১৮—'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' এর ৭ নম্বর ধারামতে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান' এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০১	চেয়ারম্যান	বান্দরবান জেলা পরিষদ, বান্দরবান	সভাপতি
০২	যুগ্মসচিব/উপসচিব	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৩	উপসচিব (সমন্বয়)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৪	জেলা প্রশাসক/মনোনীত একজন প্রতিনিধি	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বান্দরবান	সদস্য
০৫	জনাব ক্যা উ চিং চাক, প্রাক্তন সদস্য	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	সদস্য
০৬	জনাব সত্যহা পান্‌জি, লেখক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক	কালাঘাটা ত্রিপুরা পাড়া, বান্দরবান	সদস্য
০৭	জনাব শোয়ে চিং প্রু, সংস্কৃতিকর্মী	মধ্যম পাড়া, বান্দরবান	সদস্য
০৮	মিসেস রোজী এলিজাবেথ সংস্কৃতিকর্মী ও সহকারী শিক্ষিকা	চিম্বুক জুনিয়র হাই স্কুল, লাইমি পাড়া, বান্দরবান	সদস্য
০৯	জনাব পাকো ম্রো, সংস্কৃতিকর্মী ও প্রাক্তন হিসাবরক্ষক	ম্রো জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের পন্থা (ম্রোচেট), বান্দরবান	সদস্য
১০	জনাব মং নু চিং, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'	সদস্য-সচিব

২। 'ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ০৩(তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং ০৩-০৮-২০১৯ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. ললিতা রানী বর্মন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৭/১৫ অক্টোবর ২০২০

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১১.২০১৭-৫৯০—যেহেতু, আপনি জনাব মোহাম্মদ হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী (কর্মস্থলে অনুপস্থিত), এলজিইডি, উপজেলা মির্জাপুর, জেলা-টাংগাইল, স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ০৯-১১-২০১৬ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৪.০০.০০.০৪৪.২০১৫-৯১৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে ১৫-১১-২০১৬ তারিখ হতে ২৫-১১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) নিয়ে ভারত গমন করেন; এবং

যেহেতু, আপনি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি কর্তৃক স্মারক নং ৫০/২০৬/৬০৩, তারিখ ২৩-০১-২০১৭ মারফত আপনাকে কৈফিয়ত তলব করা হলেও আপনি কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করেননি এবং যেহেতু আপনার স্থায়ী ঠিকানায় বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রেরিত পত্রটি "প্রাপক বিদেশে থাকায়" মন্তব্য সন্নিবেশিত হয়ে বিনা জারীতে ফেরত আসে। বর্ণিত অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৪-০৫-২০১৭ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৭. ২৭.০১১.২০১৭-৩৭৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে আপনার বিরুদ্ধে ০১/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় আপনার দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী পলায়নের (ডিজারশন) অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন।

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(গ) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে "চাকরি হতে অপসারণ" দণ্ড, আরোপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করেছে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(গ) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ" (Removal from service) দন্ড আরোপের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করছে।

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী (কর্মস্থলে অনুপস্থিত), এলজিইডি, উপজেলা মির্জাপুর, জেলা-টাংগাইল সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(গ) বিধি অনুযায়ী তাকে "চাকরি হতে অপসারণ" (Removal from service) দণ্ড আরোপ করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

(উন্নয়ন-১ অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ কার্তিক ১৪২৭/১৮ অক্টোবর ২০২০

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৬৭.২০০৯-৫৯৫—যেহেতু, জনাব মোঃ তায়েব হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী (সাময়িকভাবে বরখাস্ত) (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা সাবেক কর্মস্থল বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত থাকাকালীন দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মেহেন্দীগঞ্জ (বরিশাল) থানার মামলা নং-০৭, তারিখ: ১০-১১-২০০৯ এর প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৮-১১-২০১০ তারিখের ৮৭৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল;

যেহেতু, বিজ্ঞ বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, বরিশাল এর স্পেশাল মামলা নং-০৬/২০১০ এর গত ০৩-০৪-২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায়ে জনাব মোঃ তায়েব হোসেন এর বিরুদ্ধে Penal Code এর ৪০৯/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ না হওয়ায় তাকে খালাস প্রদান করা হয়েছে;

সেহেতু, বিজ্ঞ বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, বরিশাল (স্পেশাল মামলা নং-০৬/২০১০) এর রায় অনুযায়ী জনাব মোঃ তায়েব হোসেন সহকারী প্রকৌশলী (সাময়িকভাবে বরখাস্ত) (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা কে চাকুরিতে পুনর্বহালপূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগের উন্নয়ন-১ শাখার ২৮-১১-২০১০ তারিখের ৮৭৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো। সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-১৩ এর উপবিধি(২) এবং বিএসআর, পার্ট-১ এর ৭২ নং বিধি অনুযায়ী তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। ইতোপূর্বে আহরিত খোরাকী ভাতা প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদি হতে সমন্বয় করে অবশিষ্ট অর্থ তিনি উত্তোলন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২১ অক্টোবর ২০২০

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.৫৩.২০১৮-৭০৭—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ঘ) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব ইমরান আহমেদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), স্বত্ত্বাধিকারী, মেসার্স নবাব অ্যান্ড সন্স, ১০৪/১, কাজী আলাউদ্দিন রোড, বংশাল, ঢাকা-১১০০ কে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তিনি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের পূর্বতন সদস্য জনাব কামরুল ইসলাম এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.৫৩.২০১৮-৭০৮—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ঙ) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব সাব্বীর আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি), সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা কে দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ করা হলো। তিনি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের পূর্বতন সদস্য জনাব মুঃ মাহমুদ হোসেন এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.৫৩.২০১৮-৭০৯—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(চ) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী সুজিত কুমার বালা, এম-১১৭৪৮, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্ল্যাড ম্যানেজমেন্ট (আইডব্লিউএফএম), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা-১০০০ কে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তিনি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের পূর্বতন সদস্য প্রকৌশলী ওয়ালি উল্লাহ সিকদার এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.৫৩.২০১৮-৭১০—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ঞ) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, ৫৬ কে বি বৃদ্ধ রোড, চকবাজার, ঢাকা-১২১১ কে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.৫৩.২০১৮-৭১১—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ট) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব এ কে এম এ হামিদ, সভাপতি, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ, আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল, ঢাকা কে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব।